উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 14 June 2018 Thursday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

দেশ ৩২ ম্যাচ ৬৪ স্টেডিয়াম ১২ উদ্‌বোধনী ম্যাচ লুঝনিকি স্টেডিয়াম মস্কো

আজ শুরু বিশ্বযুদ্ধ

শুরুর আগেই বিসর্জনের সুর

জুলেন লোপতেগুই

ছাঁটাই স্প্যানিশ কোচ

ক্রাসনোডার, ১৩ জুন ঃ ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন। বিশ্বকাপ খেলতে এসে অভাবনীয় সিদ্ধান্ত স্পেন শিবিরে। ইউরো চ্যাম্পিয়ন পোর্তুগালের বিরুদ্ধে মাঠে নামার ৪৮ ঘণ্টা আগে কোচের পদ থেকে জুলেন লোপতেগুইকে ছেঁটে ফেলল লা রোজা শিবির। গতকালই রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল বিশ্বকাপের পরেই স্পেনের জাতীয় দলের কোচিং ছেড়ে গ্যালাকটিকোস শিবিরের দায়িত্ব নেবেন তিনি। বিশ্বকাপের প্রাক্কালে

যে ঘোষণা বেজায় খাপ্পা করে তোলে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনকে (আরএফইএফ)। সংস্থার সভাপতি লুইস রুবিয়ালেস দাবি করেন, 'ফেডারেশনকে অন্ধকারে রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লোপতেগুই।' মে মাসের শেষেই স্পেনের কোচ হিসেবে দুরন্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে ২০২০ পর্যন্ত লা রোজার প্রশিক্ষক পদে চুক্তির মেয়াদ বেড়েছিল লোপতেগুইয়ের। অবশ্য রিয়াল মাদ্রিদকে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানোর পরে জিনেদিন জিদান দায়িত্ব ছাড়াতে পরিস্থিতিতে বদল ঘটে। অনেকে জিদানের হটসিটে বসার দাবিদার হলেও রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ যে লোপতেগুইকে চাইছেন, তা ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেনি ফুটবলবিশ্ব। *এরপর নয়ের পাতায়*

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭৯.৮১
ডিজেল টাঃ ৭১.০৫

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

—সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

বিন্দু বিসর্গ

বর্ণচ্ছটা।। *বিশ্বকাপের উৎসব শুরু। মস্কোয় লোপামুদ্রা তালুকদারের তোলা ছবি।*

পেশাদারিত্বে উজ্জ্বল জার্মানি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায় ভাতুতিঙ্কি

১৩ জুন ঃ যেসব মানুষ দিল্লিতে গিয়ে বিশালত্বের জন্য হাবুডুবু খান তাঁদের কাছে মস্কো প্রায় একটা দেশের সমান মনে হতে পারে। বিশেষ করে মস্কোর শহরতলির যেন কোনো শেষ নেই। উবের বা ইয়ানডেক্স ট্যাক্সিও দিব্যি চলে যাচ্ছে সেসব জায়গায় প্রায় ৬০-৭০ কিলোমিটার পথ উজিয়ে। মঙ্গলবার সকালে ক্রাতোভো যাওয়ার পরে মনে হয়েছিল বাকিরা নিশ্চয়ই এতটা দূরে নেই। কিন্তু নিজের কাছে নিজে ভুল প্রমাণিত হতে হল এদিন জার্মান শিবিরে এসে। ভাতুতিঙ্কি বলে একটি অঞ্চলে নিজেদের শিবির করেছে জার্মানি। এমনিতেই টানা তিনদিন ছুটির পরে এদিন মস্কো ফের কর্মব্যস্ত। ফলে রাস্তায় গাড়ি বেশি থাকায় জ্যামও হচ্ছে কোনো কোনো অংশে। তাই মুলারদের অনুশীলনে পৌঁছোতে লেগে গেল প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের উপর।

বিশ্বকাপে অবশ্য একটা সুবিধা আছে। ফিফা তাদের ওয়েবসাইটে প্রতিমুহূর্তে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর একেবারে সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং সিদ্ধান্তের খবর ক্রমাগত দিয়ে যাচ্ছে। এবং দেখা যায়, প্রতিদিন নিজেদের রুটিনে বদল করে চলেছেন কোচেরা। এদিনও যেমন জার্মানির অনুশীলন এবং সাংবাদিক সম্মেলন নিয়ে এতরকম বদল দেখা গেল যে তাদের জন্য ভাতুতিঙ্কিতে কেটে গেল প্রায় সারাটাদিন। সকালের অনুশীলন শুরু হল প্রায় এগারোটা নাগাদ। এদিন সাধারণ দর্শকদের অনুশীলন দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়। তবে জার্মানি এমন একটা জায়গা নিজেদের বেস ক্যাম্পের জন্য বেছে নিয়েছে যেখানে মনে হল না ফুটবল নিয়ে খুব সাংঘাতিক কিছু উন্মাদনা আছে। ফলে জার্মান স্কুল অফ মস্কোর ১০০টি বাচ্চার চিৎকার, চ্যাঁচামেচি ছাড়া বোয়েতাং, ওজিলদের নিয়ে মাতামাতি শুধুই সংবাদমাধ্যমের। যতই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো থাকুন না কেন, পোর্তুগাল যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের থেকে জনপ্রিয়তায় অনেক পিছিয়ে তা পরিষ্কার হয়ে গেল এদিন জোয়াকিম লো-র দলকে দেখে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের জন্য গোটা জার্মানির তো বটেই, চিন, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, রাশিয়া- সব জায়গার সংবাদমাধ্যম যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আলাপ হল ক্রেস্টিনার সঙ্গে। সঙ্গে তাঁর আড়াই বছরের বাচ্চা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই জার্মানির এক রেডিয়ো চ্যানেলে কাজ করেন। বেবি সিটারকে সঙ্গে নিয়ে দুজনেই চলে এসেছেন বাচ্চা কোলে। অথচ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের দেখার কোনো আগ্রহ নেই স্থানীয় রুশদের মধ্যে। যা নিয়ে প্রশ্ন হলে জার্মান কোচ অবশ্য বলে গেলেন, 'আমি কোনো তুলনায় যেতে চাই না যে ব্রাজিল এত ভালো ছিল, এই জায়গাটা কেন এরকম। এক-একটা জায়গার মানুষ এক-এক রকমের হয়। ফুটবলারদের বলেছি, যা তোমাদের হাতে নেই তা নিয়ে অভিযোগ কোরো না।'

যদিও অভিযোগ করার মতো অনেক বিষয় আছে তাঁর নিজেরই। এমনিতেই বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে যে দলে অভ্যন্তরীণ কলহ দানা বেঁধেছে। তার থেকেও বড়ো কথা, বেশ কিছু ফুটবলারের চোট-আঘাত সমস্যা তৈরি করতে পারে। যেমন, এদিনই অনুশীলনে চোট পেলেন ওজিল। তাঁর কী পরিস্থিতি জানতে চাইলে অবশ্য বিশদে গেলেন না লো। বাকিদের নিয়েও তাঁর মন্তব্য, 'আসলে আমরা কালই এখানে এসেছি। গত কয়েকটা দিন ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছিলাম। একটা লম্বা মরশুম কাটানোর পরে ওদের বিশ্রাম দরকারও ছিল। তবে আমি এবং ফুটবলাররা সকলেই খুশি বিশ্বকাপের জন্য এখানে অনুশীলনে নামতে পেরে। কারোরই বড়ো কোনো চোট-আঘাত নেই। ওজিলের এবং ড্রাক্সলারের হালকা লেগেছে। কিন্তু ওজিলের বড়ো কিছু হয়নি। ড্রাক্সলারকে নিয়েও ঝুঁকি নিতে চাই না। খেদিরার ব্যাক প্রবলেম বলে ওর পক্ষে অনুশীলন করা সম্ভব হয়নি। আসলে এখানকার মাঠের ঘাসগুলো একটু ছোটো আর শক্ত। তবে আমার এসব নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই। কারণ, আমরা সব ব্যবস্থাপনা আগেই দেখে নিয়েছিলাম।' তারকা গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়েরকে অনুশীলনে দেখে অবশ্য বোঝা গেল, তাঁর আর কোনো সমস্যা নেই। *এরপর নয়ের পাতায়*

রাশিয়া বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে জার্মান শিবির। -এএফপি

দুনিয়া কাঁপানো বত্রিশ দিন

দেবস্মিতা মৌলিক মস্কো

১৩ জুন ঃ কাউন্টডাউনের কাঁটা মনে করিয়ে দিচ্ছে, হাতে সময়টা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। লম্বা সময় ধরে প্রস্তুতির পরে গোটা রাশিয়ার আসল পরীক্ষা শুরু এবার। লুঝনিকিতে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে স্বোরনায়ারাই শুধু উদ্‌বোধনী ম্যাচে নামছে না, তাদের সঙ্গে আগামী একমাসের কর্মযজ্ঞের যুদ্ধক্ষেত্রে নামছেন রুশরাও।

গুরুগম্ভীর মেজাজ, ফুটবল গুন্ডাদের দাপাদাপি, বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবহার, আরও কত কী। বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পাওয়ার পর থেকেই ঠিক এভাবেই রুশদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। বিশ্বকাপ উদ্‌বোধনের সময় যত এগিয়েছে ফুটবল সমর্থকদের মনে নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কাটা আরও বাড়িয়ে দেওয়ার প্রবল চেষ্টা করেছে পশ্চিমি সংবাদমাধ্যমগুলি। আইএস জঙ্গিদের ধারাবাহিক হুমকি পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করেছিল। আর স্বাভাবিক কারণেই সামনে আসেনি ত্রুটিমুক্ত বিশ্বকাপ উপহার দিতে রুশ জনসাধারণ ও প্রশাসনের মরিয়া প্রচেষ্টার কথা। খেয়াল করেছি, বিশ্বকাপ নিয়ে প্রথমদিকে আগ্রহ মোটেই খুব বেশি ছিল না রাশিয়ায়। কিন্তু আস্তে আস্তে পরিস্থিতি পালটেছে। দীর্ঘদিন রাশিয়ায় থাকার সুবাদে কোথাও গিয়ে যেন মনে হয়েছে, ক্রমাগত নেতিবাচক প্রচার জাত্যাভিমানে পুষ্ট রুশদের তাতিয়ে তুলেছে। আপাতত সেই জন্যই তাঁরা মরিয়া। তাঁরা এখন বিশ্ব ফুটবলের সবথেকে বড়ো আসরে গোটা বিশ্বের সামনে নিজেদের আসল রূপটা তুলে ধরতে চাইছেন। যেখানে গোটা দুনিয়া একদিকে যেমন কড়া নিরাপত্তায় ঘেরা বিশ্বকাপ দেখবে, তেমনই এদেশে আগতরা রুশদের আতিথেয়তার দারুণ স্মৃতি নিয়ে ফিরবেন। বিশ্বকাপের মঞ্চে নিরাপত্তা বানচাল করে রাশিয়াকে হেয় করার চেষ্টা চালাতে পারে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। ঠিক সেই জায়গাতেই আসল অগ্নিপরীক্ষা রুশ প্রশাসনের।

মস্কোর লুঝনিকি স্টেডিয়ামে রাশিয়া বনাম সৌদি আরবের ম্যাচ দিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধেয় (ভারতীয় সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিট) ঢাকে কাঠে পড়ছে বিশ্বকাপের। ঠিক ৩২ দিন রাশিয়ার ১১ শহরের ১২টি স্টেডিয়ামে চলবে পরবর্তী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠার লড়াই। ১৫ জুলাই মস্কোর লুঝনিকিতেই ফাইনালের আসর। উদ্‌বোধনী ম্যাচের আধঘণ্টা আগে সিনিয়র রোনাল্ডোর উপস্থিতিতে রবি উইলিয়ামস ও আইদা গারিফুল্লিনার গানে সূচনা হবে বিশ্ব ফুটবলের সবথেকে বড়ো কার্নিভ্যালের। একাধিক বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ফুটবলার ছাড়াও বিশ্বের ২০ দেশের রাষ্ট্রনায়করা উদ্‌বোধনী ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন বিশ্বকাপের লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির প্রধান অ্যালেক্সি সোরোকিন। বিশ্বকাপের জন্য আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার মাঝে ব্যাপক যানজট হওয়ার আশঙ্কাও থাকছে। রাজধানী মস্কোর বাসিন্দাদের ব্যক্তিগত গাড়ি ছেড়ে ম্যাচের দিনগুলো গণপরিবহণে যাতায়াতের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে ট্রাফিক নিয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করা হলেও একঝাঁক হাইপ্রোফাইল অতিথির উপস্থিতির জন্য কিছু বিশেষ রাস্তা জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে মস্কোর পরিবহণ দপ্তর।

অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেখে অনেকেরই আশঙ্কা হতে পারে, উগ্র রুশ ফুটবল সমর্থকদের সঙ্গে বিদেশি সমর্থকরা যাতে হাতাহাতিতে না জড়িয়ে পড়েন তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু রুশ ফুটবলপ্রেমী মানেই যে তাঁরা উগ্র-মারকুটে মেজাজের, এই ধারণা রাখার কোনো মানে নেই। পশ্চিমি সংবাদমাধ্যমগুলো রুশ ফুটবল গুন্ডাদের নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে, ইউরো ২০১৬-তে মার্সেইয়ে ব্রিটিশ সমর্থকদের সঙ্গে রুশ ফুটবল গুন্ডাদের রক্তক্ষয়ী হাতাহাতির ঘটনার সুবাদে। কিন্তু যাঁরা বিদেশের মাটিতে খেলা দেখতে যান, তাঁদের বেশিরভাগই কোনো না কোনো ক্লাবের উগ্র সমর্থককুল 'আলট্রাস'-এর সদস্য। বেশিরভাগ রুশই আপনার, আমার মতো সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ, যাঁরা কাজের মাঝে ফুটবল নিয়ে আবেগের টানে স্টেডিয়ামে যান। *এরপর নয়ের পাতায়*

আলিপুরদুয়ারের কলেজ নিয়ে সিদ্ধান্ত ঝুলেই রইল

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ কমাতে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ারে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা করেছেন। এর জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের একটি প্রতিনিধিদল জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য জমিও দেখে গিয়েছেন। কিন্তু কোথায় ওই বিশ্ববিদ্যালয় হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। এদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলার কলেজগুলি দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দাবি করে আসছে। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এখন কোচবিহার জেলার ১৪টি কলেজ রয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার ১০টি কলেজকেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের কলেজগুলি যুক্ত হলে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় মোট ২৪টি কলেজ হবে। এতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ যেমন কমবে, তেমনি আলিপুরদুয়ারের কলেজগুলির অধ্যাপক-পড়ুয়ারাও উপকৃত হবেন। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায় জানান, আইন অনুযায়ী আলিপুরদুয়ারের কলেজগুলিকে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনতে পারি। তার জন্য কর্মসমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্তও হয়েছে। সিদ্ধান্তের বিষয়টি আমরা রাজ্য সরকারকে জানিয়েছি। রাজ্য সরকার নির্দেশ দিলেই আলিপুরদুয়ার জেলার কলেজগুলি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে আলিপুরদুয়ারেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে তার আওতাতেই জেলার কলেজগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে বলে উপাচার্য দেবকুমারবাবু জানিয়েছেন।

আলিপুরদুয়ার জেলার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ১৭৭ কিলোমিটার দূরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কাজে যেতে এখানকার কলেজের অধ্যক্ষ-ছাত্রছাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হয়। কুমারগ্রামের মতো প্রত্যন্ত এলাকা থেকে সকালে রওনা দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে প্রায় দিন গড়িয়ে যায়। তার উপর যোগাযোগ ব্যবস্থাও তেমন উন্নত নয়। *এরপর নয়ের পাতায়*

নতুন পরিবারের র‍্যাশনকার্ডের রিপোর্ট চান মন্ত্রী

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন ঃ উত্তরবঙ্গের অনেক চা বাগানেই যৌথ শ্রমিক পরিবার ভেঙে ছোটো পরিবার তৈরি হচ্ছে। পরিবার ভেঙে আলাদা হওয়ায় নতুন র‍্যাশনকার্ড তৈরি করতে হবে ডুয়ার্স ও তরাইয়ের বহু চা বাগানে। ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার কয়টি চা বাগানে শ্রমিক পরিবার ভেঙেছে এবং তার জন্য কত নতুন র‍্যাশনকার্ড তৈরি করতে হবে, তার সমীক্ষা রিপোর্ট খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ২১ দিনের মধ্যে দুই জেলাশাসককে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় সরকারি মূল্যে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ায় উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন খাদ্যমন্ত্রী। *এরপর নয়ের পাতায়*